গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
তাং .....
গ্রন্থাগার

চূড়ান্ত প্রতিবেদন
(২ জুলাই, ২০১২)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল) (সংশোধিত) শীর্ষক চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ

IMED Library
Accession No A-3633
Accession Date 22-09-2022
No of Copy 07
Call No ...

মোঃ আবুল বাশার
ব্যক্তি-পরামর্শক, আইএমইডি

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
তাং .....
গ্রন্থাগার

EXECUTIVE SUMMARY

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায়, ২০০৯ সালের ২৫ মে দিনের মধ্যভাগে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাত হানে। বাংলাদেশের বাগেরহাট, সাতক্ষীরা এবং খুলনা জেলা আইলায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ১৩ থেকে ১৬ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস বয়ে যায়। এর ফলে উপকূলীয় বাঁধের দুর্বল অংশ ভেঙ্গে যায় এবং উপকূলীয় এলাকা বন্যা প্লাবিত হয়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ৪৬ লক্ষ মানুষ ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিপুল সংখ্যক পশু-পাখির প্রাণহানি ঘটে এবং ২,০০০ কিঃমিঃ উপকূলীয় রাস্তা/বাঁধ সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় হাজার হাজার একর জমির ফসলহানির পাশাপাশি এ সব এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে জলাবদ্ধতার মাধ্যমে মাটি এবং পানি লবণাক্ত হয়ে যাওয়ায় কৃষি কাজ হুমকির সম্মুখীন হয় এবং সমগ্র এলাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসনে ৪৩টি পোল্ডার/উপ-প্রকল্পের সমন্বয়ে আলোচ্য প্রকল্পটি গঠিত।

বাংলাদেশ সরকারের আউটসোর্সিং অর্থায়নে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক " উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল) (সংশোধিত) প্রকল্প " বাস্তবায়নের উপর নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য একটি স্টাডি হাতে নেয়া হয় এবং স্টাডি সম্পন্ন করার জন্য একজন ব্যক্তি-পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়। চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনে TOR এর আলোকে স্টাডির পটভূমি, উদ্দেশ্যাবলী, স্টাডির আওতায় কাজের সুযোগ, প্রত্যাশিত আউটপুটসমূহ এবং স্টাডির সীমাবদ্ধতা, পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের বর্ণনা (পটভূমি, অবস্থান, উদ্দেশ্যসমূহ, অঙ্গসমূহ এবং পরিচিতিসমূহ), তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের গুণাগুণ নিরীক্ষা, সন্নিবেশন এবং বিশ্লেষণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে সমস্যা এবং সুপারিশমালা ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে।

মাঠ পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সংগে ব্যক্তি-পরামর্শকের প্রকল্প সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং ব্যক্তি-পরামর্শক কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের উপকারভোগী এবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সংগে মত বিনিময় করা হয়। এতে বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং পরে প্রকল্প সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের প্রতিক্রিয়া জানা যায়। ব্যক্তি-পরামর্শক কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, খুলনা অঞ্চলের ব্যক্তিবর্গের সংগে সাক্ষাত করেন এবং প্রকল্পের ভৌত এবং আর্থিক অগ্রগতির খবরাখবর, প্রকল্পের ভৌত কাজ এবং নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণ, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যাসমূহ ইত্যাদি বিষয়াদির উপর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

মাঠ পর্যায়ের তথ্য (আর্থ-সামাজিক, কৃষি, মৎস্য, পরিবেশ এবং অন্যান্য) প্রকল্পের অন্তর্গত খুলনা জেলার ৪টি উপজেলা (ডুমুরিয়া, দিঘলিয়া, বটিয়াঘাটা এবং পাইকগাছা), সাতক্ষীরা জেলার ৩টি উপজেলা (আশাশুনি, কালিগঞ্জ এবং শ্যামনগর) এবং বাগেরহাট জেলার ৩টি উপজেলা (বাগেরহাট সদর, মোড়লগঞ্জ এবং চিতলমারি) হতে ৫ জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগের দ্বারা সংগ্রহ করা হয়েছে। TOR এর আলোকে অত্র স্টাডির সর্বোপরি উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য তথ্যের সন্নিবেশন এবং বিশ্লেষণ কাজ করা হয়েছে (Using software MS Access & MS Excel)।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নের উপর কিছু বিষয় এবং সমস্যা চিহ্নিত করা হয় যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিকট হতে জানতে পারা যায় যে প্রকল্প শুরু হতে কোন বিলম্ব হয়নি। আরডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুমোদনের ক্ষেত্রেও কোন বিলম্ব ঘটেনি।
- আরডিপিপি (১ম সংশোধিত) বৎসর ভিত্তিক আর্থিক টার্গেটের সঙ্গে বাৎসরিক এডিপি বরাদ্দের কোন সামঞ্জস্য নেই।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে ভৌত কাজসমূহের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতির তুলনায় অর্থ বরাদ্দ কম হওয়ায় ঠিকাদারগণ দরপত্র দাখিলে অনীহা প্রকাশ করছেন। নির্মাণসামগ্রী এবং মজুরীর খরচ বৃদ্ধির কারণে ঠিকাদারগণ উর্ধ্ব দরে টেন্ডার দাখিল (১০% হতে ২০% পর্যন্ত) করছেন।
- সময়মত নির্মাণসামগ্রী (যেমন Stone Chips) প্রাপ্তির অভাবে।
- বর্ষাকালে নদী ভাঙ্গনের কারণে বাস্তবে মাঠ পর্যায়ে ভৌত কাজের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

৬.২ সুপারিশমালা

ব্যক্তি-পরামর্শক বর্তমান স্টাডি হতে প্রাপ্ত বিষয়াদির উপর একটি সুপারিশমালা তৈরী করেছেন যা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। ব্যক্তি-পরামর্শক মনে করে যে, এই সুপারিশমালাসমূহ TOR এ উল্লেখিত উদ্দেশ্যবলী অর্জনের ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।

ব্যক্তি-পরামর্শক কর্তৃক তৈরী সুপারিশমালা নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. **প্রকল্প বাস্তবায়ন:**

- যদিও প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি আরডিপিপি এর টার্গেটের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে, প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ভৌত কাজ সমূহ সম্পন্ন করতে হলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে এক্ষেত্রে আরো বেশি সচেতন হতে হবে।
- ডিপিপি/ আরডিপিপি এর বৎসর ভিত্তিক আর্থিক টার্গেটের সঙ্গে বাৎসরিক এডিপি বরদ্দের সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়।
- যথাযথ সমীক্ষা ও তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রকল্পের বিস্তারিত ডিজাইন/নক্সা প্রণয়নপূর্বক ডিপিপি প্রস্তুত করা প্রয়োজন।
- ডিপিপি এমন ভাবে তৈরী হতে হবে যাতে বার বার আরডিপিপি প্রণয়নের প্রয়োজন না হয়।
- **প্রকল্প প্রণয়ন কালে অবকাঠামোসমূহের এস্টিমেট সঠিক ভাবে করা উচিত।**
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।

২. **প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন ভৌত কাজ সমূহের গুণাগুণ:**

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন ভৌত কাজসমূহের গুণাগুণ পরীক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হওয়া দরকার। ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত নিম্ন মানের কাজ কোনভাবেই অনুমোদন করা উচিত নয়।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকি জোড়দার করার জন্য বাপাউবোকে কার্যকরী ভূমিক গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত জনবল থাকা দরকার।
- পরবর্তীতে সম্পাদিত ভৌত কাজের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য কংক্রিট মিক্সিং এর ক্ষেত্রে Potable Water ব্যবহার করতে হবে। Potable Water সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হবে অথবা কংক্রিট মিক্সিং- এ পুকুরের পানি ব্যবহার করতে হবে।
- নির্মাণ কাজের সাইটসমূহে কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্ট্স এর সকল কপি থাকা দরকার।
- নির্মাণ কাজের সাইটসমূহে BWDB কর্তৃক প্রণীত Quality Assurance Manual থাকা দরকার।
- নির্মাণ কাজের সাইটসমূহে অনুমোদিত ডিজাইন/নক্সার সকল কপি থাকা দরকার।
- নির্মাণ কাজের সাইটসমূহে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের Test Results থাকা বাঞ্ছনীয়।
- নির্মাণ কাজের সাইটসমূহে কাজের প্রোগ্রাম থাকা দরকার।
- ভৌত কাজ সমূহের গুণাগুণ নিরীক্ষার জন্য মাঠ পর্যায়ে ঠিকাদারগণের প্রশিক্ষিত জনবল (Resource Persons) থাকা বাঞ্ছনীয় এবং মাঠ পর্যায়ে ঠিকাদারগণের নির্মাণ কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি (কংক্রিট মিক্সিার মেশিন, Vibrator মেশিন/ Roller ইত্যাদি) থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩. **অন্যান্য বিষয়সমূহ:**

- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঝড় বা বন্যা হয়। অবকাঠামো নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে (বাঁধ নির্মাণ, বাঁধ পুরাকৃতিকরণ, নদী ভাঙ্গন রোধ, সি সি ব্লক বসানো ইত্যাদি) নির্মাণ ক্ষেত্রে নির্মাণের সময়টা এমন হওয়া উচিত যেন তৈরীর পর পরই নির্মিত অবকাঠামো ঝড় বা বন্যার সম্মূখীন না হয়।
- Climate Change (Sea Level Rise) এর সঙ্গে সংগতি রেখে বেড়ি বাঁধ সমূহের উচ্চতা নির্ধারণ করা দরকার। কেননা মাঠ পর্যায়ের জনগণের সঙ্গে আলাপকালে স্থানীয় জনগণ বেড়ি বাঁধ সমূহের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য মতামত পেশ করেছেন।
- বাঁধের এর উভয় পার্শ্বে বনায়ণ করা দরকার।
- Tidal Action এর কারণে নদীর পার ভাঙ্গন স্থান অতি দ্রুত মেরামত করা দরকার।
- প্রকল্পের জলাভূমিকে রক্ষাকল্পে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে আরো বেশি সচেতন হতে হবে।
- জলাভূমির অবৈধ হুকুম দখল থেকে জনগণকে বিরত রাখার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- অত্র প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীণ অবকাঠামোসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে সচেতন থাকতে হবে।